বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

প্রতিদিন অন্ততঃ একবার বাকাশিবোর ওয়েবসাইট www.bteb.gov.bd ভিজিট করুন।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ
এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শাখা
Website : www.bteb.gov.bd

স্মারক নং-৫৭.১৭.০০০০.৩০২.৯৯.০০৯.১৯.১৫৪ তারিখ ঃ ১৩-০১-২০১৯ খ্রিঃ

পুনঃ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন এইচএসসি (বিএম) ও ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স শিক্ষাক্রম পরিচালিত প্রতিষ্ঠান প্রধান/অধ্যক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে ২০১৯ সনে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি (বিএম) ও ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স শিক্ষাক্রমের ১ম ও ২য় বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় নিয়মিত/অনিয়মিত এবং পরিপূরক (নতুন ও পুরাতন সিলেবাস অনুযায়ী) পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের অনলাইনে ফরম পূরণ এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম নিম্নোক্ত বর্ণনা মোতাবেক যথাসময়ে সম্পন্ন করতে অনুরোধ করা হ'ল ।

পরীক্ষার সময়সূচি এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে। এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি বোর্ডের **Website: www.bteb.gov.bd** –এ পাওয়া যাবে।

১. পরীক্ষার্থীর বিবরণ ঃ (নিয়মিত,অনিয়মিত ও পরিপূরক)

ক) নিয়মিত পরীক্ষার্থী (১ম বর্ষ ও ২য় বর্ষ) ঃ

১. ১ম বর্ষ নিয়মিত পরীক্ষার্থী ঃ ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থী ২০১৯ সনে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি (বিএম)/ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স ১ম বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য হবে।

২. ২য় বর্ষ নিয়মিত পরীক্ষার্থী ঃ ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষে রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থী ২০১৮ সনে অনুষ্ঠিত ১ম বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, সেই সকল শিক্ষার্থী ২০১৯ সনে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি (বিএম)/ ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স ২য় বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য হবে।

খ) অনিয়মিত পরীক্ষার্থী (১ম বর্ষ ও ২য় বর্ষ) ঃ

১ম বর্ষ অনিয়মিত পরীক্ষার্থী ঃ

১. যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৮ সনে অনুষ্ঠিত ১ম বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় ফরম পূরণ করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নাই অথবা অংশগ্রহণ করে ৩ (তিন) বা ততোধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তারা রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে ২০১৯ সনে অনুষ্ঠিতব্য ১ম বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশনের সেশন অনুযায়ী নির্ধারিত সিলেবাসে প্রণীত প্রশ্নপত্রে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ঐ সকল পরীক্ষার্থী শুধু অকৃতকার্য বিষয়সমূহে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।

২. ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণীতে কোন শিক্ষার্থী নির্ধারিত হাজিরা না থাকলে বা ধারাবাহিক মূল্যায়নে অকৃতকার্য বা শিক্ষা পরিষদের নিকট গ্রহণযোগ্য অন্য কোন কারণে ২০১৮ সনের প্রথম বর্ষ বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় ফরম পূরনে ব্যর্থ হলে, সে সকল শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ২০১৯ সনে অনুষ্ঠিতব্য একাদশ শ্রেণি বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৩. যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৮ সনে অনুষ্ঠিত ১ম বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় পরিপূরক পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করে এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে সে সকল শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে ২০১৯ সনে অনুষ্ঠিতব্য ১ম বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশনের সেশন অনুযায়ী নির্ধারিত সিলেবাসে প্রণীত প্রশ্নপত্রে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৪. বহিঃষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যাদের শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে, কিংবা কেবলমাত্র ২০১৮ সনের ১ম বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে তারা অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অকৃতকার্য বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৫. যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৮ সনে অনুষ্ঠিত ১ম বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় ফরম ফিলাপ করেনি, সে সকল শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে সংযোগ ফি (৩০০/-) দিয়ে ২০১৯ সনে অনুষ্ঠিতব্য ১ম বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। পরীক্ষার্থীর আবেদন ও রেজিস্ট্রেশনের ফটোকপি সংযুক্ত করে তা বিএম শাখায় ১০তলায় জমা দিতে হবে।

২য় বর্ষ অনিয়মিত পরীক্ষার্থী ঃ

১. যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৮ সনে অনুষ্ঠিত ২য় বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় ফরম পূরণ করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নাই অথবা অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হয়েছে ; তারা ২০১৯ সনে অনুষ্ঠিতব্য ২য় বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য হবে।

২. ২০১৭ সনে বা তার পূর্বে ২য় বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হয়েছে কিন্তু ২০১৮ সনের ২য় বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষার ফরম পূরণ করে নাই ঐ সকল শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে ২০১৯ সনে অনুষ্ঠিতব্য ২য় বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় অনিয়মিত পরিক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। অনুমতি গ্রহণের আবেদনপত্রের সাথে ২য় বর্ষ পরীক্ষার প্রবেশপত্রের কপি ও ২য় বর্ষের নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপটের কপি অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে।

৩. দ্বাদশ শ্রেণীর কোন শিক্ষার্থী নির্ধারিত হাজিরা না থাকলে বা ধারাবাহিক মূল্যায়নে অকৃতকার্য বা শিক্ষা পরিষদের নিকট গ্রহণযোগ্য অন্য কোন কারনে ২০১৮ সনের ২য় বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় ফরম পূরনে ব্যর্থ হলে, সে সকল শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে বোর্ড নির্ধারিত ফি প্রদান পূর্বক বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ করে ২০১৯ সনে অনুষ্ঠিতব্য ২য় বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় অনিয়মিত পরিক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৪. ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত অন্য যেকোন শিক্ষাবর্ষের রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থী ২০১৮ সনের অনুষ্ঠিত ১ম বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তারা রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে ২০১৯ সনে অনুষ্ঠিতব্য ২য় বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৫. বহিঃষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যাদের শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে, কিংবা কেবলমাত্র ২০১৮ সনের ২য় বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা বাতিল হয়েছে; তারা রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে ২০১৯ সনে অনুষ্ঠিতব্য ২য় বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অকৃতকার্য বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৬. যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৮ সনে অনুষ্ঠিত ২য় বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় ফরম ফিলাপ করেনি, সে সকল শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে সংযোগ ফি (৩০০/-) দিয়ে ২০১৯ সনে অনুষ্ঠিতব্য ২য় বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। পরীক্ষার্থীর আবেদন ও রেজিস্ট্রেশন, ১ম বর্ষের প্রবেশপত্র ও নম্বরপত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করে তা বিএম শাখায় ১০তলায় জমা দিতে হবে।

গ) **পরিপূরক পরীক্ষার্থী ঃ** যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৮ সনে অনুষ্ঠিত ১ম বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় অনধিক ২ (দুই) বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে ; তারা ২০১৯ সনে অনুষ্ঠিতব্য ২য় বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষার সাথে ১ম বর্ষের অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে রেজিস্ট্রেশনের সেশন অনুযায়ী নির্ধারিত সিলেবাসে প্রণীত প্রশ্নপত্রে পরিপূরক পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

একাদশ শ্রেণির পরিপূরক (অনধিক দুই বিষয়) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হওয়া শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের *মেয়াদ থাকা পর্যন্ত* **১ম বর্ষ** *চূড়ান্ত পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশনের সেশন অনুযায়ী নির্ধারিত সিলেবাসে প্রণীত প্রশ্নপত্রে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এরূপ শিক্ষার্থী দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হলেও তাকে অকৃতকার্য ঘোষণা করা হবে। কেবল একাদশ শ্রেণির বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই তাকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে।*

ঘ) পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অযোগ্যতা ঃ

১. শিক্ষার্থী ২০১৪- ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ বা -এর পূর্বে রেজিস্ট্রেশনকৃত হলে।
২. শিক্ষার্থী ধারাবাহিক (TC, PC) নম্বরে অকৃতকার্য হলে।
৩. শিক্ষার্থীর বহিঃষ্কার সূত্রে আরোপিত শাস্তির মেয়াদ শেষ না হলে।

২. পরীক্ষার্থীদের নিকট হতে আদায়যোগ্য ফি সমূহের হার ঃ

২.১ ১ম বর্ষ ও ২য় বর্ষ (নিয়মিত ও অনিয়মিত) পরীক্ষার্থীদের নিকট হতে পরীক্ষার ফি নিম্নরূপ হারে আদায় করতে হবে ঃ

ক্রম	বিবরণ	ফি এর পরিমাণ	মন্তব্য
ক.	পরীক্ষার ফি (১ম ও ২য় বর্ষ) প্রতি পরীক্ষার্থী	৪০০/- (চারশত) টাকা	বোর্ডের প্রাপ্য ১০০%
খ.	একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফি (১ম ও ২য় বর্ষ) প্রতি পরীক্ষার্থী	৭৫/- (পঁচাত্তর) টাকা	বোর্ডের প্রাপ্য ১০০%
গ.	সনদপত্র ফি (শুধুমাত্র ২য় বর্ষ) প্রতি পরীক্ষার্থী (ইতোপূর্বে ২য় বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করলে)	১০০/- (একশত) টাকা	বোর্ডের প্রাপ্য ১০০%
ঘ.	বাস্তব প্রশিক্ষণ ফি (১ম ও ২য় বর্ষ) প্রতি পরীক্ষার্থী	১২০/- (একশত কুড়ি) টাকা	বোর্ডের ৭০/- প্রতিষ্ঠান ৫০/- টাকা প্রাপ্য
ঙ.	কেন্দ্র ফি (১ম ও ২য় বর্ষ) প্রতি পরীক্ষার্থী	৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা	কেন্দ্র প্রাপ্য ১০০%
চ	ব্যবহারিক কেন্দ্র ফি প্রতি পরীক্ষার্থী	১০০/- (একশত) টাকা	কেন্দ্র প্রাপ্য ১০০%
ছ	ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি প্রতি বিষয়/প্রতি পরীক্ষার্থী	২৫/- (পঁচিশ) টাকা	কেন্দ্র প্রাপ্য ১০০%
জ	সংযোগ রক্ষাকারী ফি	৩০০/- (তিনশত) টাকা	বোর্ডের প্রাপ্য ১০০%

২.২ ১ম বর্ষ (পরিপূরক) পরীক্ষার্থীদের নিকট হতে পরীক্ষার ফি নিম্নরূপ হারে আদায় করতে হবে ঃ

ক্রম	বিবরণ	ফি এর পরিমাণ	মন্তব্য
ক.	পরীক্ষার ফি প্রতি পরীক্ষার্থী	৪০০/- (চারশত) টাকা	বোর্ডের প্রাপ্য ১০০%
খ.	একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফি প্রতি পরীক্ষার্থী	৭৫/- (পঁচাত্তর) টাকা	বোর্ডের প্রাপ্য ১০০%
গ.	বাস্তব প্রশিক্ষণ ফি প্রতি পরীক্ষার্থী (যদি বাস্তব প্রশিক্ষণে অনুত্তির্ণ হয়ে থাকে)	১২০/- (একশত কুড়ি) টাকা	বোর্ডের ৭০/- প্রতিষ্ঠান ৫০/- টাকা প্রাপ্য
ঘ.	ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি প্রতি বিষয়/প্রতি পরীক্ষার্থী	২৫/- (পঁচিশ) টাকা	কেন্দ্রের প্রাপ্য ১০০%

* পরীক্ষার্থীর নিকট হতে কোনভাবেই নির্ধারিত ফি এর অতিরিক্ত ফি গ্রহন করা যাবেনা। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে বিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরীক্ষার্থীদের ফি সমূহ বোর্ডে প্রেরণ ঃ

৩.১ পরীক্ষার্থীদের নিকট হতে আদায়কৃত পরীক্ষার ফি, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফি, সনদপত্রের ফি এবং বাস্তব প্রশিক্ষণ ফি (১২০/- টাকা থেকে বোর্ডের প্রাপ্য ৭০/- টাকা হিসেবে) সহ সর্বমোট টাকা ছকে বর্ণিত নির্ধারিত তারিখে সোনালী ব্যাংক/সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের যে কোন শাখা হতে **সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড** অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে এবং তা নির্ধারিত তারিখে বোর্ডের বিএম শাখা কর্তৃক যাচাইপূর্বক হিসাব শাখায় জমা দিতে হবে। ব্যাংক ড্রাফট্টি অবশ্যই সোনালী ব্যাংক, আগারগাঁও শাখা, ঢাকা/সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক, বেগম রোকেয়া স্মরণি ঢাকা হতে উত্তোলনযোগ্য হতে হবে।

৩.২ বোর্ড প্রদত্ত "হিসাব বিবরণী পত্র" (সংযুক্ত)-এ পরীক্ষার্থীদের নিকট থেকে আদায়কৃত সমূদয় টাকার হিসাব (বোর্ডের প্রাপ্য অংশ) উল্লেখ করে ড্রাফ্ট জমাকৃত রশিদসহ বিএম শাখা (১০ম তলায়) জমা দিতে হবে।

৩.৩ *এইচএসসি (বিএম)/ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স শিক্ষাক্রমের পরীক্ষার ফরম পূরণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শিক্ষাক্রমের সাথে সম্পৃক্ত প্রভাষক/শিক্ষকের মাধ্যমে বর্ণিত নিয়মে সঠিকভাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন করতে হবে।*

৪. পরীক্ষার্থীদের নিকট হতে আদায়কৃত অবশিষ্ট অর্থ (কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যায়যোগ্য) ব্যয়ের বিবরণ ঃ

৪.১ লিখিত পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার ১ (এক) সপ্তাহ পূর্বে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বরাবরে নগদ/ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে কেন্দ্র ফি-বাবদ টাঃ ৩৫০/- ব্যবহারিক পরীক্ষার কেন্দ্র ফি-বাবদ টাঃ ১০০/- ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি-বাবদ (প্রতি বিষয়ে) আদায়কৃত টাঃ ২৫/- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রেরণ করতে হবে। কোন প্রতিষ্ঠান হতে কেন্দ্র ফি ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি যথাসময়ে কেন্দ্রে পরিশোধ না করার অভিযোগ পাওয়া গেলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ফলাফল স্থগিত থাকবে।

৪.২ বোর্ডের নীতিমালা অনুযায়ী পরীক্ষা সমাপ্তির পর কেন্দ্র ফি-বাবদ আদায়কৃত অর্থ পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মধ্যে পারিশ্রমিক হিসেবে পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.৩ ব্যবহারিক পরীক্ষা সমাপ্তির পর অভ্যন্তরীণ/অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষকগণ বোর্ড প্রবর্তিত হারে (প্রতি পরীক্ষার্থী প্রতি বিষয়ে টাঃ ১০/) ব্যবহারিক পরীক্ষা বাবদ আদায়কৃত অর্থ হতে পারিশ্রমিক প্রাপ্য হবেন। অবশিষ্ট অর্থ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র ব্যবহারিক পরীক্ষার কাঁচামাল ক্রয়ে ব্যবহার করতে পারবে।

৪.৪ বাস্তব প্রশিক্ষণের ফি-বাবদ আদায়কৃত ৫০/- টাকা বাস্তব প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজে ব্যয় হবে।

৪.৫ পরীক্ষা সমাপ্তির পর কেন্দ্রের ব্যয়ের একটি সামগ্রিক হিসাব জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত করে PF এর হার্ডকপি, হাজিরাশিট জমাদানের সময় বোর্ডের বিএম শাখায় জমা দিতে হবে।

৫. অনলাইনে ফরম পূরণ সংক্রান্ত তথ্য ঃ

নিম্নোক্ত ছক-১ এ বর্ণিত তারিখ অনুযায়ী অনলাইনে ফরম পূরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে।

অনলাইন ফরম পূরণ সংক্রান্ত ছক (ছক-১)

অনলাইনে ফরম পূরণের তারিখ	বিলম্ব ফি ছাড়া ফরম পূরণকৃত পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রিন্ট করার তারিখ	বিলম্ব ফি-সহ ফরম পূরণের তারিখ (প্রতি পরীক্ষার্থী ৩০০ টাকা)	বিলম্ব ফি সহ ফরম পূরণকৃত পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রিন্ট করার তারিখ	স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক ড্রাফট করার সর্বশেষ তারিখ
১৩-০১-২০১৯ হতে ২১-০১-২০১৯	২২-০১-২০১৯	২৩-০১-২০১৯ হতে ২৫-০১-২০১৯	২৬-০১-২০১৯	২৭-০১-২০১৯

৫.১. নির্ধারিত ১৩-০১-২০১৯ হতে ২১-০১-২০১৯ তারিখের মধ্যে অনলাইনে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণ করতে হবে। কোন শিক্ষার্থী ধারাবাহিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তার ফরম পূরণ করানো যাবে না।

৫.২. বিলম্ব ফি ব্যতীত ফরম পূরণকৃত পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা ২২-০১-২০১৯ এবং বিলম্ব ফি-সহ ফরম পূরণকৃত পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা ২৬-০১-২০১৯ তারিখ প্রিন্ট করতে হবে। উল্লেখিত তারিখের পূর্বের প্রিন্ট কপি গ্রহণ করা হবে না।

৫.৩. সকল প্রতিষ্ঠানকে ২৭-০১-২০১৯ তারিখের মধ্যে ব্যাংক ড্রাফট করে প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.৪. ফরম পূরণের সময় পরীক্ষার্থীর এসএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলী (বোর্ডের নাম, রোল, রেজিস্ট্রেশন নং, সেশন, গ্রুপ/শাখা/বিভাগ, জিপিএ) অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

৫.৫. অনলাইন ফরম পূরণ সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশাবলী দেখে ফরম পূরণ করতে হবে। অনলাইনে ফরম পূরণ সংক্রান্ত কোন জটিলতা দেখা দিলে ০১৫৫০৬২০৬০৪, ০১৮৭৬৩৯৭১৩৮ নম্বরে যোগাযোগ করে তাৎক্ষণিক সমাধান করতে হবে।

৬. হিসাব বিবরণীসহ ব্যাংক ড্রাফট, ফরম পূরণের প্রিন্ট-আউটের (হার্ড কপি) ও অনলাইনে প্রেরিত TC, PC নম্বরের প্রিন্ট আউট (হার্ডকপি) কপি বর্ষ ভিত্তিক বই আকারে বেঁধে জমা দেয়ার তারিখঃ

ব্যাংক ড্রাফট ও হার্ড কপি জমা সংক্রান্ত ছক (ছক-২)

বিভাগ/অঞ্চল	জমা তারিখ (জরিমানা ছাড়া)
১	২
রাজশাহী, নাটোর	২৮-০১-২০১৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা	২৯-০১-২০১৯
কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাংগা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, যশোর	৩০-০১-২০১৯
সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট	৩১-০১-২০১৯
বরিশাল, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের সকল জেলা	০৩-০২-২০১৯
ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর	০৪-০২-২০১৯
শরীয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ	০৫-০২-২০১৯
ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর	০৬-০২-২০১৯
পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর	১০-০২-২০১৯
জয়পুরহাট, বগুড়া, নওগাঁ , কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা	১১-০২-২০১৯

৬.১ উপর্যুক্ত তারিখের মধ্যে ব্যাংক ড্রাফট্সহ সকল ডকুমেন্ট জমা দিতে ব্যর্থ হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে (২,৫০০/- জরিমানাসহ ১২-০২-২০১৯ তারিখের মধ্যে) সকল ডকুমেন্ট জমা দেয়া যাবে। কিন্তু, নতুন কোন ফরম পূরণ করা যাবে না।

৭. প্রবেশপত্র ও পরীক্ষা সংক্রান্ত মালামাল বিতরণ ঃ

নিম্নোক্ত ছক ৩ -এ বর্ণিত তারিখ অনুযায়ী প্রবেশপত্র ও উত্তরপত্রসহ পরীক্ষা সংক্রান্ত আনুসাংগিক মালামাল সরবরাহ করা হবে। কেন্দ্র সচিব/ মনোনীত প্রতিনিধি কেন্দ্রাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের প্রবেশপত্র এবং উত্তরপত্রসহ অন্যান্য মালামাল গ্রহণ করবেন। শুধুমাত্র কেন্দ্র সচিব/মনোনীত প্রতিনিধিকেই প্রবেশপত্র, উত্তরপত্র ইত্যাদি সরবরাহ করা হবে।

প্রবেশপত্র ও মালামাল বিতরণ ছক (ছক-৩)

ক্র. নং	জেলার নাম	বিতরণের তারিখ	ক্র. নং	জেলার নাম	বিতরণের তারিখ
১	পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর	০২-০৩-২০১৯	৯	পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠী, বরিশাল	১১-০৩-২০১৯
২	নীলফামারী, রংপুর ,কুড়িগ্রাম	০৩-০৩-২০১৯	১০	চট্রগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার	১২-০৩-২০১৯
৩	গাইবান্ধা,বগুড়া,জয়পুরহাট	০৪-০৩-২০১৯	১১	শরিয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, টাংগাইল	১৩-০৩-২০১৯
৪	লালমনিরহাট, নওগাঁ, নাটোর	০৫-০৩-২০১৯	১২	জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকেনা	১৪-০৩-২০১৯
৫	সিরাজগঞ্জ, পাবনা, কুষ্টিয়া	০৬-০৩-২০১৯	১৩	কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, বি-বাড়িয়া	১৬-০৩-২০১৯
৬	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০৭-০৩-২০১৯	১৪	ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, নারায়নগঞ্জ	১৮-০৩-২০১৯
৭	মেহেরপুর, চুয়াডাংগা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, যশোর	০৯-০৩-২০১৯	১৫	কুমিল্লা, চাঁদপুর, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ফেনী	১৯-০৩-২০১৯
৮	সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট	১০-০৩-২০১৯	-	-	-

৮. প্রবেশপত্র সংশোধনী ঃ

৮.১। রেজিস্ট্রেশন কার্ডে কোনরূপ ত্রুটি থাকলে অবশ্যই তা প্রবেশপত্র ইস্যুর পূর্বে সংশোধন করতে হবে।

৮.২। রেজিস্ট্রেশন কার্ডের ভুলের কারণে ভুল প্রবেশপত্র ইস্যু হলে শিক্ষার্থী প্রতি টাঃ ৫০০/- প্রদানপূর্বক সংশোধিত প্রবেশপত্র ইস্যু করা যাবে।

৮.৩। কেন্দ্রাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র হতে প্রবেশপত্র গ্রহণ করে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। প্রবেশপত্র গ্রহণ করার পর তা ঠিক আছে কি না যাচাই করতে হবে। কোন ভুলত্রুটি থাকলে তা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই নির্ধারিত টাঃ ৫০০/- ফি প্রদান পূর্বক সংশোধন করে নিতে হবে।

৯. বিশেষ শর্তাবলী ঃ

৯.১ কোন পরীক্ষার্থী ১ম/২য় বর্ষ ধারাবাহিক মূল্যায়নে অকৃতকার্য হলে (৩৩% এর কম নম্বর পেলে) তাকে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে না। এরূপ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে তার সকল বিষয়ের পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এর সব দায়-দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানকেই নিতে হবে।

৯.২ সংশ্লিষ্ট প্রবিধান মোতাবেক বিষয় ভিত্তিক উত্তীর্ণমান ও পূর্ণমান সঠিক ভাবে যাচাই সাপেক্ষে পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর Online -এ ইনপুট দিতে হবে। প্রতিষ্ঠানের ভুলের কারণে শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংক্রান্ত জটিলতার দায়-দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানকেই বহন করতে হবে।

৯.৩ কোন পরীক্ষার্থীর ধারাবাহিকের (TC, PC) নম্বর অনলাইনে প্রেরণ করা না হলে তার ফরম পূরণ করা যাবে না। ফরম পূরণের পূর্বেই এ সংক্রান্ত জটিলতা থাকলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে নিষ্পত্তি করতে হবে।

*৯.৪ এইচএসসি(বিএম) ও ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল যোগাযোগের ক্ষেত্রে অত্র বোর্ডের **পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (বিএম)** বরাবরে উল্লেখ করতে হবে।*

১০. অত্র বোর্ডের অধীন এইচএসসি (বিএম) ও ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স শিক্ষাক্রমের পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে ইচ্ছুক শিক্ষকদের তথ্য অনলাইনে প্রদর্শিত তথ্য ছক মোতাবেক পূরণ করে বোর্ডের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

১১. উত্তরপত্র, অতিরিক্ত উত্তরপত্র ব্যবহারের হিসাব (প্রতি দিবস/ শিফট) একটি রেজিঃ খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। অব্যবহৃত উত্তরপত্র, অব্যবহৃত অতিরিক্ত উত্তরপত্র ও পরীক্ষায় ব্যবহৃত খালি ট্যাংকটি (দুইটি তালা ও ছয়টি চাবি) ব্যবহারিক চূড়ান্ত পরীক্ষা সমাপ্তির ৩ (তিন) দিনের মধ্যে বোর্ডে ফেরত দিতে হবে।

১২. উত্তরপত্রের লিথোর উপরের অংশে (Top Part) বৃত্ত ভরাটের ক্ষেত্রে করনীয়ঃ

১২.১ ঃ রেজিঃ কলামগুলো ১০(দশ) ঘরের (অংকের) থাকায় শিক্ষার্থীগণ ডান থেকে (একক স্থানীয় অংক) বৃত্ত (ঘর) ভরাট করবে এবং বাম দিকের খালি ঘরগুলো শূন্য দিয়ে ভরাট করবে। অনুরুপভাবে ৫(পাঁচ) ঘরের (অংকের) বিষয় কোডের সর্ব বামের ঘরটি ০(শূন্য) দিয়ে বৃত্ত ভরাট করবে।

১২.২ ঃ এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শ্রেনী শিক্ষক ও বিভাগীয় প্রধানগণের সহযোগিতায় পরীক্ষার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

১২.৩ ঃ একটি নমুনা এই বিজ্ঞপ্তির সাথে সংযুক্ত করা হল।

১৩. অত্র বোর্ডের এইচএসসি (বিএম) এবং ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স শিক্ষাক্রমের ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রণীত শিক্ষা বর্ষপঞ্জির আলোকে উক্ত পরীক্ষার ফরম পূরণ ও পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল। এইচএসসি (বিএম) এবং ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স শিক্ষাক্রমের শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ ও পরীক্ষা সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে বিস্তারিত জানতে প্রয়োজনে বিএম শাখার ০১৭৩২২৯৭৬০৭,০১৭৩২২৯৭৬০৮ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।

স্বাক্ষরিত/-
(ড. সুশীল কুমার পাল)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
ফোন ঃ ৯১১৩২৮৩

স্মারক নং-৫৭.১৭.০০০০.৩০২.৯৯.০০৯.১৯.১৫৪(১৭) তারিখ ঃ ১৩-০১-২০১৯ খ্রিঃ

অত্র বিজ্ঞপ্তির প্রতিলিপি অবগতি এবং যথাযথ কার্যার্থে প্রেরণ করা হল ঃ-

১. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।
২. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর,আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা।
৩. সচিব/ পরিদর্শক /পরিচালক (কারিকুলাম), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৪. জেলা প্রশাসক, সকল জেলা।
৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল উপজেলা।
৬. অধ্যক্ষ/কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন এইচএসসি (বিএম)/ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স শিক্ষাক্রম পরিচালিত প্রতিষ্ঠান।
৭. উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক-সনদ/গোপনীয়/ভোকেশনাল, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৮. উপ-সচিব (রেজিস্ট্রেশন), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৯. সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। (বিজ্ঞপ্তিটি বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হল)।
১০. কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (বিএম), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
১১. উপ-পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
(ড্রাফ্ট জমার তারিখে হিসাব শাখা হতে ১০ম তলা (বিএম) শাখায় প্রয়োজনীয় লোকবল নিযুক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হল)।
১২. ডকুমেন্টশন অফিসার, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
১৩. মোঃ ওমর ফারুক, প্রোগামার, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
১৪. প্রেস ম্যানেজার, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
১৫. নিরাপত্তা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
১৬. চেয়ারম্যান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
১৭. সংশ্লিষ্ট নথি।

১৩/০১/২০১৯
(মোঃ সামসুল আলম)
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
ফোন ঃ ৯১৩৩৪৬৫

হিসাব বিবরণী পত্র

(প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূরণীয়)

প্রতিষ্ঠান কোড ঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ .....

প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা (ডাকঘর,উপজেলা ও জেলা) ঃ .....

বরাবর
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭।

দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (বিএম) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

বিষয় ঃ ২০১৯ সনে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি (বিএম) ও ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স শিক্ষাক্রমের ১ম ও ২য় বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের ফরমপূরণের হিসাব বিবরণী প্রেরণ।

হিসাব বিবরণী ছক

বর্ষ	পরীক্ষার্থীর ধরণ	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পরীক্ষার ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী ৪০০/-)	নম্বরপত্র ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী ৭৫/-)	বাস্তব প্রশিক্ষণ ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী ৭০/-)	সনদপত্র ফি (২য় বর্ষ) (প্রতি পরীক্ষার্থী ১০০/-)	বিলম্ব ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী ৩০০/-) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	মোট প্রদেয় ফি (৩+৪+৫+৬+৭)
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১ম বর্ষ	১ম বর্ষ (নিয়মিত)							
	১ম বর্ষ (অনিয়মিত)							
	পরিপূরক							
২য় বর্ষ	২য় বর্ষ (নিয়মিত)							
	২য় বর্ষ (অনিয়মিত)							
বিবিধ সংযোজ্য ফি সহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)								
সর্বমোট = (১ম বর্ষ+২য় বর্ষ+ বিবিধ)								

ব্যাংক ড্রাফটের বিবরণ

ক্রমিক নং	ব্যাংক ড্রাফটের নং	ব্যাংক ড্রাফটের তারিখ	টাকার পরিমাণ (অংকে)	সোনালী/সোস্যাল ইসলামি ব্যাংক শাখার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক দিন)
ড্রাফটকৃত সর্বমোট টাকার পরিমাণ (অংকে) =				

(বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ প্রতিটি ব্যাংক ড্রাফটের পিছনে অবশ্যই প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর, সিল ও মোবাইল নম্বর থাকতে হবে।)

প্রতিষ্ঠান প্রধানের মোবাইল নম্বর

প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর ও পূর্ণ নামসহ সীল

১। শুদ্ধ করে বৃত্ত ভরাট করার নমুনা

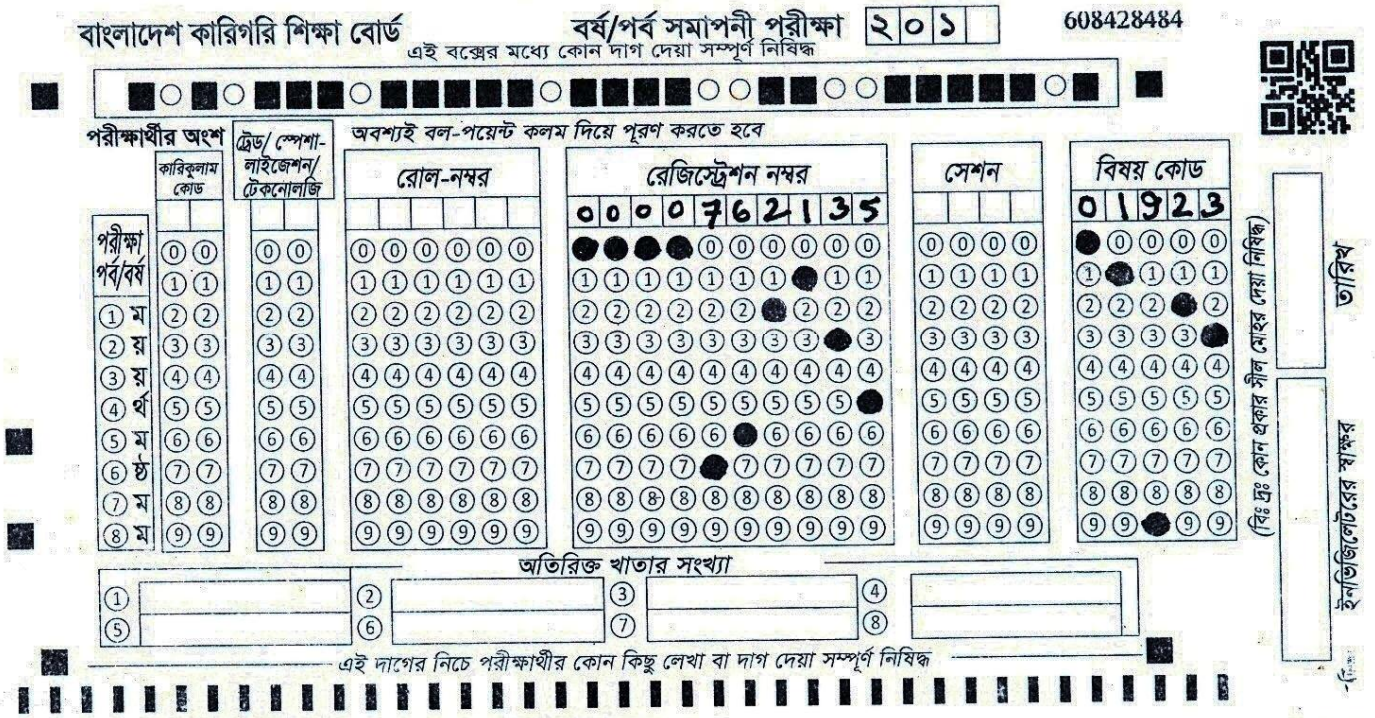

২। ভুল বৃত্ত ভরাটের নমুনা